"মিষ্টি বাচ্চারা - অন্যদেরকে বোঝানোর সেবা করতে থাকো, জ্ঞান-ধন দান করো, তাহলে অপার খুশিতে থাকবে, সকলের আশীর্বাদ পাবে, বাবার স্মৃতি কখনো ভুলে যাবে না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে রুহানী ড্রিল করা শেখান কেন ?

*উত্তরঃ - পালোয়ান বানানোর জন্য। তোমরা যত বেশি করে বাবার স্মরণে থাকবে, পড়াশোনায় মনোযোগ দেবে, ততই তোমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হতে থাকবে। এই বল এর দ্বারাই তোমরা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে। তোমরা কোনো স্থূল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করো না, প্রকৃতপক্ষে তোমরা স্বদর্শন চক্রের দ্বারা মায়ার গলা কেটে থাকো - এ হলো অহিংসক যুদ্ধ।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা নিশ্চয়ই এই গানের অর্থ বুঝতে পারে। বাবা তো করন-করাবনহার। তাই এমন নানান রকমের গান বাবা বাচ্চাদের জন্য তৈরি করিয়েছেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন যে, অসীম জগতের মাতা পিতার সন্তান হয়ে তারপরে যেন তাদেরকে ভুলে যেও না। এই স্মৃতির যাত্রাপথে অনেক দিন চলতে হবে । স্মরণ করতেই থাকতে হবে । যখন অসীম জগতের মাতা পিতা বলা হয়, তাহলে পিতাকেও স্মরণ অবশ্যই করতে হবে। মাতা পিতার স্মরণ তো সবার আগে হয়, তারপর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য বাবাকেই মনে রাখতে হয়। লেখাও আছে যে 'ডিটি সভরেন্টি' (দৈবী দুনিয়া এবং সার্বভৌমত্ব) হল তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার । পরমপিতা পরমাত্মা তো সমগ্র বিশ্বের রচয়িতা সুতরাং অবশ্যই তিনি নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গের রচনা করবেন। বাবা কখনো একথা বলতে পারেন না যে - আমি পুরানো ঘর তৈরি করছি। তিনি তো যখনই বানাবেন, নবনির্মাণই করবেন । পুরাতন রচনার কোনো কথাই নেই। অসীম পিতাও তাই নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। বাচ্চারা এখন জানে যে, তারা মাতা পিতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য শ্রীমৎ অনুযায়ী চলছে। এ হল বুদ্ধির যাত্রা। লৌকিক তীর্থযাত্রা তো জন্ম জন্মান্তর ধরে দেহধারী মানুষ করেছে আর বারে বারেই করতেই থাকে। এই আত্মিক যাত্রা শুধুমাত্র একবারই হয়। সুতরাং কোনো যাত্রাপথের যাত্রী সেই যাত্রার পান্ডাকে কখনো ভুলতে পারে না। কিংবা কোনো সন্তান তার মাতা পিতাকে কখনো ভুলে যেতে পারে না। তোমরা তো পান্ডব সেনা, সুপ্রিম পান্ডা হলেন শিববাবা। তোমরা তাঁর সন্তান। মানুষ যখন বদ্রিনাথ বা অমরনাথের যাত্রা করে তখন বুদ্ধিতে সেই যাত্রাই মনে থেকে যায়। কেউ যখন বিদেশ থেকে ফিরে আসে তখন তার নিজের জন্মভূমির কথাই আগে মনে পড়ে। তখন তার মনে অপার আনন্দ থাকে যে সে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। বাচ্চারা, ঠিক সেইভাবে, এখন তোমরাও জানো যে তোমরা নিজেদের অসীম ঘর সুইটহোম এ ফিরে যাচ্ছো। বিকর্মাজিৎ অবশ্যই হতে হবে। বাবা এসেই একথা আমাদের শিখিয়ে দেন। বলা হয় যে বাবাকে স্মরণ করা বা যোগ ব্যতীত তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না। যোগের অনন্ত মহিমা। প্রাচীন ভারতের এই যোগ সর্বাধিক পুরাতন । সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া। এখন পুরাতন দুনিয়াতে পুরাতন যোগ শেখানো হয়। যোগের অনেক মহিমা রয়েছে। বাবা এই যোগ শিখিয়ে চলে যাবার পর ভক্তি মার্গ শুরু হবে। তোমরা বলো যে, মানুষ কখনো অন্যান্য মানুষকে এই প্রাচীন যোগ শেখাতে পারে না। আর অন্যান্য যে বিভিন্ন প্রকারের যোগ রয়েছে, তা মানুষ অন্য মানুষদেরকে শেখাতে পারে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে সকলের প্রকৃত পিতা একজনই আর সকলের মা হলেন জগদম্বা। মানুষ এমনিতে তো সকলকেই পিতা বলতে থাকে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকেও পিতা বলা হয়, এভাবে আরো কতজনকে পিতা বলা হয়। কিন্তু গডফাদার (পরমপিতা) তো একজনই আছেন। তিনি তো রচয়িতা। একটাই সৃষ্টি রয়েছে। এমন নয় যে নিচে বা উপরে অন্য কোনো সৃষ্টি রয়েছে। মানুষ কত চেষ্টা করতে থাকে চাঁদে অথবা অন্য কোনো গ্রহ নক্ষত্রে গিয়ে প্লট (জমি) কিনবে বলে। যখন সবকিছুই অত্যাধিক ভাবে এগোতে থাকে তখনই বিনাশ হয়, তাতে শত মাথা কূটলেও নিস্তার নেই।

এখন বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা নিজেদের শৈশবের দিন গুলোর কথা ভুলে যেও না। এখানে প্রথমে সকলে বাবার সন্তান হয়। তারপর সেই বাবাই শিক্ষক রূপে শিক্ষা দেন, উত্তরাধিকার দেন সেই এক পিতাই। সন্ন্যাসীদের তো কোনো মাতা-পিতা নেই। সুতরাং তারা কোন প্রপার্টিও পাবে না। লৌকিক পিতার থেকে তো সকল সন্তানেরা উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। কিন্তু পারলৌকিক পিতা তো একমাত্র একজনই আছেন। তাঁকে বলা হয় রচয়িতা। বাবা বলেন - আমি, এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। সকলে আমারই মহিমা কীর্তন করে - সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। এ কথা তো বুঝতেই পারো যে, বাবার

মহিমা সম্পূর্ণ ভিন্ন । আর অন্য কারোর জন্য সেই মহিমা করা সম্ভব নয়। বিশ্বের মালিক লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমাও সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের মহিমা গায়ন করা হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন,.... অহিংসা পরমধর্ম, মর্যাদা পুরুষোত্তম। সর্বপ্রথম সারিতে রয়েছে স্বর্গের মহারাজা মহারানীর মহিমা। সেই স্বর্গরাজ্য এমনই - যেখানে যথা রাজারানী তথা প্রজা (যেমন রাজা রানী, তেমনই প্রজা) । ওখানে কোনো রকমের দুঃখের নামগন্ধও থাকে না। প্রজাদেরও কোনরকম দুঃখ থাকে না। পরমপিতা পরমাত্মাই একমাত্র এমন সুন্দর দুনিয়া রচনা করতে পারেন । তাঁকে বলা হয়েই থাকে - হেভেনলি গড ফাদার (ঈশ্বরীয় পিতা) । ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষেরা বলে থাকে 'হেভেন' (স্বর্গ), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বুঝতেই পারে না যে হেভেন আসলে কি। ভারতই একসময় হেভেন ছিল। ভারতের অনেক মহিমা রয়েছে। তোমাদের শত্রু হলো রাবণ। তোমরা যে অসীম জগতের রাজ্য অধিকারী হয়েছিলে, সেই রাজত্ব তোমরা হারিয়েছো এই মায়ারূপী শত্রুর জন্য। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা রাজত্ব হারিয়েছো। হেরে যেতে যেতে তোমরা এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে কাঙাল হয়ে গেছো। তারপর তোমরাই রাজ্য ভাগ্য আবার ফিরে পাবে, তোমাদেরকেই সকলে হিরো হিরোইন বলবে। হিরো হিরোইন.. তারপর তাদের বংশাবলী, পর্যায়ক্রমে তোমরা সকলেই হিরো হিরোইন হয়ে যাবে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করবে। এখন তোমরা হিরো হিরোইনের পার্ট পালন করে চলেছো। বাবা তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে হিরো হিরোইনের টাইটেল (পদবী) পাইয়ে দিচ্ছেন। তোমরা সকলেই শিবশক্তি সেনা। তোমরা জানো যে, তোমরা যোগবলের দ্বারা স্বর্গ তৈরি করছো তারপর সেই স্বর্গে তোমরা রাজত্ব করবে। কিন্তু মায়া এত প্রবল যে সেই সমস্ত স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়। যেমন ভাবে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনভাবে মায়াও এক সেকেন্ডেই সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। মায়ার প্রভাবে জীবনমুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে এক সেকেন্ডে তোমরা মরে যাও। বাবা বোঝাতে থাকেন যে - বাচ্চারা জীবনের এই মুসাফিরি (যাত্রাপথ) অনেক লম্বা। ক্রমাগত বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে তবেই অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। যে মাতা পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, যদি কেউ তাঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সেই সন্তান তার বিপরীত পথে চলে যায় । বাচ্চারা তোমার লখনৌতে ভুলভুলাইয়া দেখে থাকবে, ভেতরে যে প্রবেশ করে সেই পথ হারিয়ে ফেলে। এখানেও তেমনি। বাবা আর বাবার ঘর ভুলে যাওয়ার ফলে বাচ্চারা পথভ্রষ্ট হয়ে এদিকে ওদিকে ঠোক্কর খেতে খেতে মাথা নত করতে থাকে। যিনি পথ দেখাবেন তিনি তো ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বাবা বলেন, এখন তোমরা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য শ্রীমৎ অনুযায়ী পুরুষার্থ করছো। আজ মাতা-পিতা বলে তাঁকে আপন করে নিয়ে, কাল যেন আবার তাঁকে ভুলে যেও না। এখানে অন্য সকল সঙ্গ ত্যাগ করে শুধু এক বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধ জুড়তে হবে। ভক্তি মার্গে গায়ন আছে যে - প্রভুকে সম্পূর্ণ সঁপে দিলাম, নিজেকেও তাঁর চরণে সঁপে দিলাম.... তারা শ্রীকৃষ্ণের নামে ভক্তি করে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কথাই নয়। এ তো হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। শিবকে রুদ্র বলা হয় - এই ছোট্ট একটি কথাও মানুষ বুঝতে পারে না। ব্রহ্মা বাবা আগে বহু বার গীতা অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্বে কিছুই বুঝতে পারতেন না, এখন তিনি তা বুঝতে পারেন যে তাতে তো ভগবানুবাচ লেখা রয়েছে। এই রুদ্র জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা বিনাশ এর লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞকে, ওরা বলে কৃষ্ণ যজ্ঞ। রুদ্রও শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার - এ কথা বলে তারা এই কথাকে উড়িয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলেন যে - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই, সুতরাং অবশ্যই একটি নতুন সৃষ্টি রচনা করা প্রয়োজন, যেখানে তোমরা রাজত্ব করতে পারবে। দীপাবলীর দিন শ্রীলক্ষ্মীর আহ্বান করা হয়, তার জন্য সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। সেসব হল ভক্তি মার্গের রীতি-নীতি। এখানে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠো সুতরাং তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন। সেই জন্যই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। গীতাতে একেবারে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে - রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়। বাবা তো এই অসীম জগতের সৃষ্টির রচয়িতা। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের পিতা, আমাকে ভুলে যেওনা যেন। আজ হাসছো, আর কাল বাবাকে ভুলে গেলেই সব শেষ। তারপর এত কাঁদতে হবে যে আগে এমনভাবে কখনো কাঁদোনি। বাদশাহী হারিয়ে ফেলো, অত্যন্ত লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। যার লোকসান হয় তার চেহারা বিবর্ণ ম্লান হয়ে যায়। তাই বাবা বলেন পারলৌকিক পিতা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে কখনো ভুলে যেও না। অন্যদেরকে ভালোভাবে বোঝানোর সেবা করতে থাকো । সেবাতে ব্যস্ত থাকো, তাহলে বাবাকে কখনো ভুলে যাবে না। এ হলো অবিনাশী ধন, এর দান করলেও কখনো কম হবে না, যত দান করবে ততই আনন্দের বৃদ্ধি হতে থাকবে । অন্য সকলের আশীর্বাদের হাত তোমাদের মাথার উপর থাকবে। লোকে বলবে - এমন পান্ডা যে আমাদের স্বর্গ যাওয়ার সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে, তার জন্য আমরা সব কিছু দিতে প্রস্তুত। এখানে প্র্যাকটিকালীই সেই পিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বাবা বলেন, অসীম এই শান্তি সদাকালের জন্য দিতেই তো আমি এসেছি। আমি তোমাদেরকে এমন কর্ম করতে শেখাই যার ফলে কখনো তোমাদেরকে আর দুঃখ অশান্তিতে ভুগতে হবে না। কর্মের গতি অত্যন্ত গভীর। বাবা বলেন যে আমি তোমাদেরকে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের রহস্য বুঝিয়ে দেই। সত্য যুগে যেকোনো কর্ম কখনো বিকর্মতে রূপান্তরিত হয় না, সেখানে সমস্ত

কর্মই অকর্ম হয়, কারণ সেখানে মায়া নেই। এখন তো মায়ার রাজত্ব চলছে তাই সব কর্ম বিকর্মতে পরিণত হয়ে যায়। এখন তোমরা ড্রিল করা শিখছো আর পালোয়ান হয়ে উঠছো। এই পড়াশোনা তো জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত করতে হবে। যত পড়বে যত পড়াশুনা করবে ততই শক্তি পেতে থাকবে, আরো এগোতে থাকবে। প্রত্যেক মত, প্রত্যেক মঠ ইত্যাদির প্রথমে একজন আসে তারপর তাঁর থেকে সেই মত এর অনুসরণকারীদের বৃদ্ধি হতে থাকে। আজকাল দুনিয়া অন্ধশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এখানে রয়েছে শুধু পড়াশোনা, এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো বিষয় নেই। বৌদ্ধ অথবা খ্রীষ্টান ধর্মে লোকেরা একটি বক্তৃতার মাধ্যমে কতজনকে বৌদ্ধ অথবা খ্রীষ্টান ধর্মে রূপান্তরিত করে। এখানে এমন কোনো ব্যাপার নেই। এখানে মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে হবে, এই দুনিয়াকে বলা হয় যুদ্ধস্থল। ভগবান এসে কখনোই হিংসা করা শেখাবেন না। বলা হয়ে থাকে যে, অহিংসার শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু যে মানুষ হিংসা ত্যাগ করতে পারেনি, সে কখনো অহিংসা করা শেখাতে পারে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করছো। এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। লোকে মালা জপ করতে থাকে আর মুখে রাম রাম বলতে থাকে। সত্যযুগ থেকে শুরু করে ত্রেতাযুগের শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত ১৬১০৮ রাজকুমার রাজকুমারী থাকবেন। এদের মধ্যে মুখ্য হলেন প্রথম ৮ জন। ৮ রত্নের মহিমা অনেক। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না যে এর পেছনে কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে। এই ৮ জন পাস উইথ অনার হন, তাই তাঁরা একেবারেই কোনো সাজা ভোগ করেন না। বাকি ১০০ জন অল্পবিস্তর সাজা ভোগ করেন। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা ক্লান্ত হয়ে থেমে যেও না। হে রাতের যাত্রীগণ। এখন আমরা রাত পেরিয়ে দিনে প্রবেশ করছি। বাবাও সঙ্গম যুগেই আসেন। অর্ধেক কল্পের রাত্রিকাল পূর্ণ হওয়ার সময় বাবা আসেন তাই শিবরাত্রি বলা হয়। শিবরাত্রির সূচনা কিভাবে এবং কবে হয়েছিল, সে কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। ব্রহ্মার রাত্রি আর ব্রহ্মার দিনের এই অনন্ত চক্রেরও গায়ন রয়েছে। ঘোর অন্ধকার থেকে অনন্ত প্রকাশময় দিনের সূচনা হয়। বাবা আসেন সেই অন্তিম সময়ে, যখন রাত্রিকাল পূর্ণ হয়ে দিবসের সূচনা হয়। সুতরাং এ হলো ব্রহ্মার অনন্তের রাত্রিকাল। একথা ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার বিষয়। বাবা নিজেই বলেন যে - আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। এরা নিজেদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কোনো কিছু জানে না, আমি এদেরকে বলে দিই যে, ব্রহ্মা এবং বি. কে. রা কত জন্ম পেরিয়ে এসেছে। পূর্বকল্পে যারা এই কথাগুলি বুঝেছিল তারাই এই কল্পেও বুঝতে পারবে। এখন আমরা বাবাকে জেনেছি, তাই আস্তিক হয়েছি। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি।

আত্মাদের পিতা তো একজনই, ব্রহ্মাও তো শিববাবারই সন্তান। শিববাবা তো তাঁকেও অ্যাডপ্ট করেন। শিববাবা নিজে বলেন যে, আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি। আর কেউ এমন কথা বলতে পারেন না। বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা যেন কখনো বাবাকে ভুলে যেও না। বাবাকে ভুলে গেলে স্বর্গের উত্তরাধিকার খুইয়ে ফেলবে আর তারপর কাঁদতে হবে। এ হলো কল্প-কল্পের বাজী। একবার করলে কল্পকল্প ধরে বারে বারে এমনই করতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) জীবনের লম্বা মুসাফিরিতে (জীবনের যাত্রায়) ক্লান্ত হয়ে যেও না। মাতা পিতার থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিও না। আর বাকি সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে শুধু এক বাবার ওপর সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে।

২) সুইট হোমে যাওয়ার পূর্বে বিকর্মাজিৎ অবশ্যই হতে হবে। শ্রীমৎ অনুযায়ী বুদ্ধির যাত্রা করতে থাকতে হবে।

বরদানঃ- সাথে থাকবো, সাথে বাঁচবো... এই প্রতিজ্ঞার স্মৃতির মাধ্যমে কম্বাইন্ড হয়ে থেকে সহজ যোগী ভব

বাচ্চারা তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছো যে বাবার সাথে থাকবে, যতদিন বাঁচবে তাঁর সাথেই বাঁচবে, তাঁর সাথেই পথ চলবে.... এই প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখে বাবা এবং তোমরা কম্বাইন্ড রূপে থাকো, তাহলে এই স্বরূপকেই সহজযোগী বলা হয়ে থাকে। তখন তোমাদেরকে আলাদা করে যোগে যুক্ত হতে হবে না, বরং সদা কম্বাইন্ড অর্থাৎ তাঁর সাথে থাকবে। এইরকম সদা বাবার সাথে থাকলে, তবেই তোমরা নিরন্তর যোগী, সদা সহযোগী, উড়তি কলায় অগ্রসর হয়ে ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে উঠবে।

স্লোগানঃ- কোশ্চেন মার্ক (প্রশ্নচিহ্নের) এর বাঁকা রাস্তা নেওয়ার পরিবর্তে কল্যাণকারীর বিন্দু লাগাতে পারাই কল্যাণকারী হতে পারা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;